Q. ১৮৫৭ খ্রী: মহাবিদ্রোহের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারন আলোচনা কর। (10) SEM-IV (General)

P. Dey

⇒ ১৮৫৭ খ্রী: মহাবিদ্রোহের দুটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে এই বিদ্রোহ ছিল সিপাহী বিদ্রোহ। পরবর্তী পর্যায়ে তা ব্যাপক গনবিদ্রোহে পরিনত হয়েছিল। বিদ্রোহের কারন আলোচনা করার পূর্বে প্রথমেই একথা মনে রাখতে হবে যে কোন বিদ্রোহ বা বিপ্লবের পিছনে থাকে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা এবং এর বিরুদ্ধে অসন্তোষ। ১৮৫৭ খ্রী: বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু যেহেতু এই বিদ্রোহের দুটি পর্যায় ছিল সেহেতু এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে কি ধরনের অসন্তোষ ছিল তা অনুসন্ধান করা একটু কঠিন। সিপাহীদের অসন্তোষের কারন সহজেই বোঝা যায়, কিন্তু জনগনের অসন্তোষের কারন তত সহজে বোঝা যায় না। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সিপাহীদের অসন্তোষের সাথে জনগনের অসন্তোষ এক সাথে যুক্ত হয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে সিপাহীদের অসন্তোষের সাথে জনগনের অসন্তোষের কোন সাদৃশ্য ছিল না। যাই হোক, সিপাহী এবং জনগনের অসন্তোষ থেকেই ১৮৫৭ খ্রী: মহাবিদ্রোহের প্রকাশ ঘটেছিল।

• মহাবিদ্রোহের সামাজিক কারন —

সে সময় ভারতীয় সমাজের প্রধান ভিত্তি ছিল ধর্ম। সাধারন জনগনের মত ভারতীয় সিপাহীদের ধর্মবোধ ছিল অত্যন্ত প্রবল। তাদের ধর্মবোধে আঘাত করার জন্যই সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল। সেজন্য এনফিল্ড রাইফেল নামে যে বিশেষ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র প্রচলন করা হয়েছিল, তার কার্তুজে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে বলে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। এমতাবস্থায় ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগার আশঙ্কা করে হিন্দু মুসলিম উভয় শ্রেনীর সিপাহীরা তা গ্রহন করতে অস্বীকার করে এবং বিদ্রোহ ঘোষনা করে। একে সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারন বলা যায়।

তবে পুরোপুরি এই ঘটনাই যে সিপাহীদের বিদ্রোহে প্ররোচিত করেনি তা স্পষ্ট বাহুল্য। সিপাহীদের মধ্যে ক্ষোভের আরো গভীরতর এবং দীর্ঘমেয়াদী কারণ না থাকলে শুধু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহের প্রকাশ ঘটত না।

• ধর্মবোধে আঘাতের অপরাধ দুষ্টান্ত = ১৮৫৭ খ্রী: অনেক পূর্ব থেকেই নানা কারণে সিপাহীদের মনে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। সিপাহীদের ধর্মবোধে আঘাত করার প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮০৬ খ্রী: ভেলোরে। হিন্দু সিপাহীদের তিলক কাটা এবং মুসলিম সিপাহীদের দাড়ি রাখা নিষিদ্ধ করা হয়। উপরন্তু তাদেরকে এক ধরনের চামড়ার টুপি বা পাগড়ী ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এইসব নির্দেশের পিছনে অবশ্য ধর্মে আঘাত করার কোন পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু সিপাহীরা তা বুঝতে চায়নি। ফলে তাদের মনে প্রচণ্ড অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল।

• সমাজ সংস্কারের প্রতিক্রিয়া = সতীদাহ প্রথা এবং হিন্দুধর্মের আরো কয়েকটি অমানবিক প্রথা নিষিদ্ধ করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ উদার মনের পরিচয় দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা তাদের ধর্মের উপর আক্রমণ বলেই মনে হয়েছিল। এই কারণে সিপাহী এবং সাধারণ জনগণ ইংরেজদের উপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে এটা হতে, আলিঙ্গিত জনগণের মনে অসন্তোষের সঞ্চার করলেও তা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি সিপাহীদের আনুগত্য হ্রাসের কোন কারণ ছিল না।

• খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের প্রতিক্রিয়া :=

অন্যদিক থেকেও হিন্দু এবং মুসলিম উভয় ধর্মের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছিল। এই সময় খ্রীষ্টান মিশনারীরা খ্রীষ্টান ধর্মের প্রচারের নামে হিন্দু ধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করতে। ১৮৩৩ খ্রী: হায়দ্রাবাদে মহরম উৎসবের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে মুসলিম ধর্মক্ষেত্রে আক্রমণ করা হয়েছিল। এটা সিপাহী এবং জনগণ উভয়ে স্বাভাবিক মনেই ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।

• ইংরেজদের জাত্যাভিমান :- প্রথম থেকেই ইংরেজ জাতি ভারতীয়জনকে

খুব ছোট চোখে দেখত। কারণ তাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড জাত্যাভিমান। কোন সিপাহী সামরিক বিভাগের ইংরেজ অফিসারদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তারা বিরক্ত হতেন এবং অবজ্ঞার সাথে কথা বলতেন। এক শতাব্দীর মধ্যেও ভারতীয় সিপাহীদের সাথে ইংরেজদের কোন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি এতে ভারতীয়রা এক ধরনের হীনমন্যতায় ভুগতেন এবং তাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে আন্তরিক এবং হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক না থাকলে কোন সরকারেরই ভিত্তি সুদৃঢ় হতে পারে না। তবেই শাসক যদি দুই ভিন্ন জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে হৃদ্যতার অভাব আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। সিপাহী বিদ্রোহের ক্ষেত্রেও ঠিক এই রকম হয়েছিল।

- মহাবিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ :-

সুষ্ঠু সামাজিক ক্ষেত্রে এইসব অনাচারের জন্যই সিপাহীরা অসন্তুষ্ট ছিল না। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। সামাজিক ক্ষেত্রে সিপাহীদের অসন্তোষের চেয়েও চাকরি এবং বেতন সংক্রান্ত অসন্তোষ ছিল অধিক মাত্রায়। ইউরোপীয় সৈনিকদের তুলনায় তাদের বেতন ছিল নিতান্তই স্বল্প। চাকরিতে পদোন্নতির সুযোগও ছিল কম। পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতার কোন মূল্য ছিল না। সামরিক বিভাগের বেতন কাঠামোতে অনেক ফারাক ছিল ইউরোপীয় সৈন্য ও ভারতীয় সৈন্যের মধ্যে। সুষ্ঠু তাই নয়, ভারতীয় সিপাহীদের যখন ভারতের বাইরে পাঠানো হত তখন অতিরিক্ত ভাতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই প্রতিশ্রুতি পালন করা হত না।

- জনগণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য :- সুষ্ঠু সিপাহীদের ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক বৈষম্য নীতি অনুসরণ করা হয়নি,

ভারতীয় জনগণের ক্ষেত্রেও একই নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। অন্য পরিকল্পিত ভাবে ভারতীয়জনকে উচ্চপদে নিয়োগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রাখা হত। প্রশাসন বিভাগে কর্মচারী এবং বিচারবিভাগে কর্মচারী আমিন ছাড়া উচ্চতর পদগুলিতে ভারতীয় প্রবেশাধিকার ছিল না। অথচ ইংরেজ কর্মচারীদের তুলনায় ভারতীয়দের যোগ্যতা এবং পারদর্শিতা কোন অংশেই কম ছিল না।

• নতুন ভূমি ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া :- প্রাক-ব্রিটিশ যুগে জমির উপর কার্য ধার্য্য না পারিশোধ করতে না পারলে জমির মালিকদের বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড বা অন্য প্রকার আর্থিক ব্যবস্থা গৃহীত হত। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই জমিচ্যুত করা হত না। কিন্তু ব্রিটিশ যুগে খাজনা দিতে না পারলে জমি নিলাম হয়ে যেত। তাছাড়া খাজনা দিতে বিলম্ব হলে জমিদার, মহাজনের অত্যাচার চলত। এর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা রুজু হলেও বিচার পাওয়া যেত না। তাছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন আদালতের ব্যয় বহন করা কৃষকদের পক্ষে সম্ভব হত না।

• কারিগর, হস্তশিল্পী এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে :-

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রশিল্পের কাছে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় কারিগর কর্মহীন হয়ে অনাহারের সম্মুখীন হয়। দেশীয় রাজা এবং জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু সূক্ষ্ম কারুশিল্পও ধ্বংস হয়ে যায়। অভিজাত কারুশিল্পী কর্মহীন হয়ে প্রচণ্ড অর্থসংকটের সম্মুখীন হয়। লাভজনক সমস্ত ব্যবসাগুলি ইংরেজদের হাতে চলে যাওয়ায় দেশীয় ব্যবসায়ীগণও প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এইসব শ্রেণীর মানুষ ১৮৫৭ খ্রী: বিদ্রোহে নিজেদের ক্ষোভ এবং অসন্তোষ প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। তাই বিদ্রোহ শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, জনগণও এতে অংশগ্রহণ করে বিদ্রোহকে মহাবিদ্রোহে পরিণত করেছিল যা শেষ পর্যন্ত জনসংগ্রামের রূপ গ্রহণ করেছিল।